



ময়েদেরে ঋতুস্রাব বা মনেস্ট্রুয়শেন

ঋতুস্রাব অশুচি! ঠাকুরেরে জন্মযে রান্না এবং পূজো করে কুসংস্কারকে হলায় ওড়ালনে মা সারদা---

মনেস্ট্রুয়শেন বা ঋতুস্রাব ময়েদেরে এক স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। কিন্তু আজও ঋতুস্রাব নিয়ে রয়ছে হাজারও কুসংস্কার। সরকারি সমীক্ষাই বলছে, ভারতেরে ৭০ শতাংশ মায়েরো নিজেরে ময়েকে ঋতুস্রাব সংক্রান্ত বিষয়ে নীরব থাকতই বলে থাকেন। দেশেরে ৪৫ শতাংশ ময়েরে কাছে ঋতুস্রাব আজও অস্বাভাবিক। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সবজায়গাতেই ঋতুকালীন সুরক্ষার বিষয় আজও বহুলাংশে অবহলেতি। একবংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও ঋতুস্রাব নিয়ে ময়েদেরে মনে চলতে হয় বহু নয়িম। অনেকেই ঋতুস্রাবেরে দিনগুলোতে ঘররে বাইরে বেরোন না কংবা পূজো করনে না। এমনকি রয়ছে ছোয়াছুয়রি বধিনিষেধে। কিন্তু সেই সময়ে দাঁড়িয়েও উল্টো পথে হুঁটেছেলিনে মা সারদা। একজন সমাজ সংস্কারকরে দায়িত্ব পালন করছেলিনে তিনি। কি করছেলিনে তিনি?

মায়েরে স্মৃতি কথা থেকে জানা যায় ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণেরে পটেরে সমস্যা ছিল। ঝালে ঝালে অম্বলে জাত রান্না খতে পারতনে না। হালকা খাবার না খলেই তাঁর পটেরে রোগ দেখো দতি। মা সারদা শ্রী রামকৃষ্ণদবেক ইচ্ছমেত শুক্তো, হালকা ঝাল রন্ধে দতিনে। কিন্তু প্রথম প্রথম ময়েদেরে অশুচি তনিদনি মা সারদা

রাঁধতনে না । এই সময় মন্দিরি থেকে প্রসাদ আসত আর ঠাকুর সেই খাবার খতেনে । আর সেই খাবার খলেই ঠাকুরেরে অসুখ শুরু । একদিন ঠাকুর মা সারদাকে বললনে, দখে, তুমি ও-কদিন রাঁধলে না আর আমার কশরীর খারাপ হল । মা বললনে, ময়েদেরে অশুচরি তনিদিনি রাঁধতে নেই ।

ঠাকুর এই কথা শুননে বললনে, মনই শুচি অশুচি, শরীরে শুচি অশুচি হয় না । তুমি আমাকে খাবার বানয়ি দেও । দোষ হবে না । এই কথা শোনার পর সারদাদেবীই রোজ রান্না করে দতিনে । কোনও কুসংস্কার মানতনে না । এমনকি ওই সময়ে পূজাদি সম্বন্ধে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় তনি সারদা দেবীকে বলছেলিনে, যদি পূজা না করলে মনরে কষ্ট হয় তবে করবে, নতুবা নয় । এরপর থেকে ওই সময়ে পূজাও করতনে শ্রী মা সারদাদেবী ।

এভাবেই মন এবং সমাজরে সংস্কার ভেঙেছেলিনে মা সারদা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । উনবংশ শতাব্দীর শেষরে দকিরে সময় এসব ছলি ধারণার বাইরে ।

